রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জানুয়ারি ৭, ২০২৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
চেয়ারম্যানের কার্যালয়
নিম্নতম মজুরী বোর্ড

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ১৭ পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/০১ জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪০.০৪.০০০০.০০২.৩৬.০০১.২০.৪২**—বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) এর ১৩৯ (১) ধারা এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর ১২৮ (১) বিধি মোতাবেক নিম্নতম মজুরী বোর্ড কর্তৃক **"পেট্রোল পাম্প"** শিল্প সেক্টরে নিযুক্ত সকল শ্রেণির শ্রমিক কর্মচারীগণের জন্য নিম্নতম মজুরি হারের **খসড়া সুপারিশ, ২০২৬** জনসাধারণের/সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য অত্র বিজ্ঞপ্তি মারফত জানানো যাইতেছে।

অত্র বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত **"পেট্রোল পাম্প"** শিল্প সেক্টরে নিযুক্ত সকল শ্রেণির শ্রমিক কর্মচারীগণের নিম্নতম মজুরি হারের খসড়া সুপারিশের উপর যদি কাহারও কোনো আপত্তি বা সুপারিশ থাকে তাহা হইলে এই গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে উক্ত আপত্তি বা সুপারিশ উপাত্তসহ লিখিতভাবে চেয়ারম্যান, নিম্নতম মজুরী বোর্ড, ৪০, সেগুনবাগিচা, শাহ পোরশিয়া (১৪তম তলা), সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০ বরাবর পাঠাইতে হইবে। উক্ত সময়সীমার মধ্যে প্রদত্ত আপত্তি বা সুপারিশ বিবেচনার পর বোর্ড সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করিবেন।

মামুনুর রশিদ
চেয়ারম্যান (সিনিয়র জেলা জজ)
নিম্নতম মজুরী বোর্ড, ঢাকা।

মূল্য : টাকা ৮.০০

"পেট্রোল পাম্প"

খসড়া সুপারিশ-২০২৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৭-০১-২০২৩ তারিখের প্রজ্ঞাপন মূলে (নম্বর: ৪০.০০.০০০০.০১৬.৩২.০৮৪.১৭.৯, তারিখ: ১৭-০১-২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ) নিম্নতম মজুর বোর্ডে "পেট্রোল পাম্প" শিল্প সেক্টরের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য মালিকগণের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য ও শ্রমিকগণের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য নিয়োগ করা হয়। অতঃপর শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর স্মারক নম্বর ৪০.০০.০০০০.০১৬.৩২.০৮৪.১৭.১৬, তারিখ: ১৮-০১-২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ বোর্ডে প্রজ্ঞাপনের অনুলিপি প্রেরণসহ "পেট্রোল পাম্প" শিল্প সেক্টরে শ্রমিক ও কর্মচারীগণের নিম্নতম মজুরি নির্ধারণের কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নিম্নতম মজুরি বোর্ডের চেয়ারম্যানকে অনুরোধ জানানো হয়। পরবর্তীতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০৯-০৯-২০২৫ তারিখের প্রজ্ঞাপন মূলে (স্মারক নম্বর: ৪০.০০.০০০০.০১৬.৩২.০০৪.১১-১০৫, তারিখ: ০৯-০৯-২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ) নিম্নতম মজুরি বোর্ডে "পেট্রোল পাম্প" শিল্প সেক্টরের শ্রমিকগণের নিম্নতম মজুরি হার সুপারিশ করার জন্য মালিকগণের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য নতুনভাবে পুনঃনিয়োগ করা হয় এবং অতঃপর শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর স্মারক নম্বর: ৪০.০০.০০০০.০১৬.৩২.০০৪.১১-১০৫ (১/৮), তারিখ: ০৯-০৯-২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ মূলে বিধি মোতাবেক "পেট্রোল পাম্প" শিল্প সেক্টরের শ্রমিক ও কর্মচারীগণের নিম্নতম মজুরি নির্ধারণের কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নিম্নতম মজুরী বোর্ডের চেয়াম্যানকে অনুরোধ জানানো হয়।

অতঃপর নিম্নতম মজুরী বোর্ডের উদ্যেগে "পেট্রোল পাম্প" শিল্প সেক্টরে নিযুক্ত সকল শ্রেণির শ্রমিক ও কর্মচারীগণের জন্য নিম্নতম মজুরি হারের সুপারিশ প্রণয়নের উদ্দেশ্যে নিম্নতম মজুরী বোর্ডের একাধিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। বোর্ডের সভায় সংশ্লিষ্ট শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকগণের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্যের দাখিলকৃত মজুরি প্রস্তাব ও বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ১৪১ ধারা মোতাবেক শ্রমিকগণের জীবনযাপন ব্যয়, জীবনযাপনের মান, উৎপাদন খরচ, উৎপাদনশীলতা, উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য, মুদ্রাস্ফীতি, কাজের ধরন, ঝুঁকি ও মান, ব্যবসায়িক সামর্থ, দেশের এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা করা হয়। সার্বিক অবস্থা বিবেচনাপূর্বক বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ১৩৯ মোতাবেক "পেট্রোল পাম্প" শিল্প সেক্টরে নিযুক্ত সকল শ্রেণির শ্রমিক ও কর্মচারীগণের জন্য নিম্নতম মজুরি হার নির্ধারণের বিষয়ে নিম্নতম মজুরী বোর্ড সর্বসম্মতিক্রমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট নিম্নলিখিতভাবে **খসড়া সুপারিশ** পেশ করিল:

১। এই সুপারিশে উল্লিখিত নিম্নতম মজুরি হার বাংলাদেশে অবস্থিত সকল এলাকার "পেট্রোল পাম্প" (সংশ্লিষ্ট সিএনজি ও এলএনজি) শিল্প সেক্টরের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

২। এই সুপারিশে উল্লিখিত পদের অতিরিক্ত কোনো পদ সংশ্লিষ্ট শিল্পে পূর্ব হইতে বিদ্যমান অথবা পরবর্তীতে সংযোজিত হইলে, উহা যথাযথ শ্রেণিতে/গ্রেডে অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে।

৩। নিম্ন বর্ণিত তফসিলে উল্লিখিত শ্রমিক ও কর্মচারীগণ বর্তমানে যে গ্রেডে কর্মরত আছেন সেই গ্রেডেই তাহাকে স্থলাভিষিক্ত করিয়া এই মজুরি কাঠামোর সহিত সমন্বয়পূর্বক তাহার মজুরি নির্ধারণ করিতে হইবে। কোনো শ্রমিক ও কর্মচারীকে নিম্নতর গ্রেডভুক্ত করা যাইবে না।

৪। এই সুপারিশের প্রেক্ষিতে, সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপন জারির পর হইতে উক্ত শিল্প সেক্টরের মালিকগণ তফসিলে উল্লিখিত পদবিন্যাস অনুযায়ী শ্রমিক ও কর্মচারীকে যথাযথ পদে সন্নিবেশিত করিয়া সংশ্লিষ্ট মজুরি রেজিস্টারভুক্তকরত মজুরি স্লিপ প্রদান করিবেন।

৫। তফসিল "ক" এ উল্লিখিত মজুরি মাসিক নিম্নতম মজুরি হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত নিম্নতম মজুরি অপেক্ষা কম মজুরি প্রদান করা যাইবে না। এছাড়া উক্ত নিম্নতম মজুরি অপেক্ষা অধিকহারে মজুরি প্রদত্ত হইয়া থাকিলে তাহা হ্রাস করা যাইবে না।

৬। নিয়োগকর্তা বা মালিকপক্ষ ইচ্ছা করিলে স্ব-উদ্যোগে/এককভাবে বা শ্রমিকপক্ষের সাথে যৌথ উদ্যোগে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী কোনো শ্রমিক/কর্মচারীগণকে অধিক হারে মজুরি প্রদান করিতে পারিবেন।

৭। উক্ত শিল্প সেক্টরে কোনো শ্রমিক ঠিকাদারের মাধ্যমে নিয়োজিত হইয়া মজুরি প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে, উক্ত শ্রমিকও "বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ২(৬৫)" অনুযায়ী ''শ্রমিক'' বলিয়া গণ্য হইবেন। কোনো শ্রমিকের ঠিকাদারের নিকট প্রাপ্য পাওনাদির ক্ষেত্রে, সমস্যা সৃষ্টি হইলে তাহার দায়দায়িত্ব মালিকপক্ষের উপর বর্তাইবে। ঠিকাদার, নিম্নতম মজুরী বোর্ডের সুপারিশের আলোকে সরকার কর্তৃক শ্রমিকের জন্য ঘোষিত নিম্নতম মজুরি অপেক্ষা কম মজুরি কোনোক্রমেই প্রদান করিতে পারিবেন না।

৮। শর্ত (৭) এ উল্লিখিত নিয়োগকারী ঠিকাদার "বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ১২১, ধারা ১৫০ এবং ধারা ১৬১" এর বিধান মোতাবেক মালিকের ন্যায় একইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৯। উক্ত শিল্প সেক্টরের কোনো মালিক যদি সংশ্লিষ্ট শ্রমিককে ফুরন ভিত্তিক (Piece rate) অথবা দৈনিক ভিত্তিক (Time rate/Daily basis) মজুরি প্রদান করিয়া থাকেন, তবে তফসিলে উল্লিখিত হারে ও উপরি-উক্ত শর্তাধীনে মজুরির হার এইরূপে হারে সংশোধন করিতে হইবে, যাহাতে তাহারা বিভিন্ন শ্রেণিভুক্ত শ্রমিকের জন্য নির্ধারিত নিম্নতম মজুরি অপেক্ষা, কম মজুরি প্রাপ্ত না হন।

১০। তফসিলে উল্লিখিত নিম্নতম মজুরি ও বিভিন্ন ভাতাদি ছাড়াও শ্রমিক/কর্মচারীগণ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে অন্যান্য যে সকল অধিকার, সুযোগ-সুবিধা ও ভাতা পাইয়া থাকেন তাহা, “বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬” এর ধারা ২(১০), ধারা ১০৮ এবং ধারা ৩৩৬ এর বিধান মোতাবেক বলবৎ থাকিবে।

১১। এই সুপারিশে উল্লিখিত “নিম্নতম মজুরি” সমন্বয়সহ ০১(এক) বৎসরের কর্মকাল অতিক্রান্তে শ্রমিক/কর্মচারীগণের মূল মজুরি ইতোমধ্যে প্রাপ্ত মজুরির ৫% হারে বৃদ্ধি পাইবে। পরবর্তী বৎসরেও উহা একই হারে বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

ব্যাখ্যা: যদি একজন শ্রমিকের মূল মজুরি ৯০০০/- (নয় হাজার) টাকা হয়; তবে এক বৎসর কর্মরত থাকার পর তাহার বাৎসরিক মজুরি ৫% হারে বৃদ্ধি পাইয়া মূল মজুরি ৯৪৫০/-(নয় হাজার চারশত পঞ্চাশ) টাকা হইবে। পরবর্তী বৎসরে ক্রমবর্ধমান হারে পুনরায় ৫% হারে বৃদ্ধি পাইবে। অর্থাৎ মূল মজুরি ৯৪৫০/-(নয় হাজার চারশত পঞ্চাশ) টাকার ৫% বৃদ্ধি পাইয়া ৯৯২২.৫০/-(নয় হাজার নয়শত বাইশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা) টাকা হইবে।

১২। উক্ত শিল্প সেক্টরে প্রতিষ্ঠান মালিক/কর্তৃপক্ষ/ঠিকাদার কর্তৃক শ্রমিক/কর্মচারীগণের মূল মজুরি নির্ধারণ/ধার্য করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর বিধি ১১১(৫) এর নতুন শর্তাংশ ও বিধি ১৬(২) এর নতুন শর্তাংশ মোতাবেক মূল মজুরি নির্ধারিত/ধার্যকৃত/প্রাপ্ত সাকুল্য (মোট) মজুরির ৫০% এর কম হইবে না।

১৩। মজুরি প্রদানের ক্ষেত্রে নারী, পুরুষ, প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের শ্রমিক/কর্মচারীগণ এর মধ্যে কোনো প্রকার বৈষম্য করা যাইবে না।

১৪। উক্ত শিল্প সেক্টরে নিযুক্ত শ্রমিক/কর্মচারীগণ “বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫” এর সংশ্লিষ্ট ধারা ও বিধি অনুযায়ী ভাতাদি এবং অন্যান্য সুবিধাদি পাইবেন।

১৫। এই সুপারিশের কোনো অংশ বাংলাদেশে প্রচলিত "বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫" এর সহিত সাংঘর্ষিক হইলে উক্ত অংশ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

মামুনুর রশিদ
চেয়ারম্যান (সিনিয়র জেলা জজ)
নিম্নতম মজুরী বোর্ড, ঢাকা।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(মো: নাজিম উদ্দিন ভূঁঞা) নিরপেক্ষ সদস্য	(আসিফ আইয়ুব) মালিকগণের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য	(আনোয়ার হোসাইন) শ্রমিকগণের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(সৈয়দ সাজ্জাদুল করিম) সংশ্লিষ্ট শিল্পের মালিকগণের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য	(মীর মোকছেদ আলী) সংশ্লিষ্ট শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকগণের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য

তফসিল "ক"
শ্রমিক ও কর্মচারীগণের জন্য মাসিক নিম্নতম মজুরি হার

ক্রমিক নম্বর	শ্রমিক ও কর্মচারী শ্রেণিবিভাগ (গ্রেড) ও পদবিন্যাস	এলাকা	মাসিক মূল মজুরি (টাকা)	বাড়ী ভাড়া ভাতা (টাকা) (বিভাগীয় ও জেলা শহর এলাকায় মূল মজুরির ৫০% ও অন্যান্য এলাকায় মূল মজুরির ৪৫%)	চিকিৎসা ভাতা (টাকা)	যাতায়াত ভাতা (টাকা)	ঝুঁকি ভাতা (টাকা)	সর্বমোট মজুরি (টাকা)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
১।	**গ্রেড-১:** ১। ম্যানেজার ২। সুপারভাইজার ৩। চীফ একাউনটেন্ট ৪। ট্যাংক লরি ড্রাইভার	বিভাগীয় ও জেলা শহর এলাকায়	১৭০০০/-	৮৫০০/-	১২০০/-	১০০০/-	৮০০/-	২৮৫০০/-
		অন্যান্য এলাকায়	১৭০০০/-	৭৬৫০/-	১২০০/-	১০০০/-	৮০০/-	২৭৬৫০/-
২।	**গ্রেড-২:** ১। মেকানিক/ফোরম্যান/ হেড মিস্ত্রি ২। একাউনটেন্ট/ক্যাশিয়ার ৩। ইলেট্রিশিয়ান	বিভাগীয় ও জেলা শহর এলাকায়	১৪০০০/-	৭০০০/-	১২০০/-	১০০০/-	৮০০/-	২৪০০০/-
		অন্যান্য এলাকায়	১৪০০০/-	৬৩০০/-	১২০০/-	১০০০/-	৮০০/-	২৩৩০০/-
৩।	**গ্রেড-৩:** ১। সহকারী একাউনটেন্ট/ একাউন্ট এসিসটেন্ট ২। কার ড্রাইভার ৩। এসিসটেন্ট ফোরম্যান	বিভাগীয় ও জেলা শহর এলাকায়	১২০০০/-	৬০০০/-	১২০০/-	১০০০/-	৮০০/-	২১০০০/-
		অন্যান্য এলাকায়	১২০০০/-	৫৪০০/-	১২০০/-	১০০০/-	৮০০/-	২০৪০০/-
৪।	**গ্রেড-৪:** ১। ট্যাংক লরি হেলপার ২। পাম্পম্যান/ফিলিং অপারেটর ৩। ক্লার্ক ৪। সহকারী মিস্ত্রি	বিভাগীয় ও জেলা শহর এলাকায়	১০০০০/-	৫০০০/-	১২০০/-	১০০০/-	৮০০/-	১৮০০০/-
		অন্যান্য এলাকায়	১০০০০/-	৪৫০০/-	১২০০/-	১০০০/-	৮০০/-	১৭৫০০/-

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
৫।	**<u>গ্রেড-৫:</u>** ১। ভেহিক্যালক্লিনার/ সার্ভিসম্যান/ ওয়াশম্যান ২। ট্যাংক লরি ক্লিনার/ সার্ভিসম্যান/ ওয়াশম্যান ৩। সিকিউরিটি গার্ড/দারোয়ান ৪। পিয়ন ৫। সুইপার/ক্লিনার ৬। নাইট গার্ড ৭। হেলপার	বিভাগীয় ও জেলা শহর এলাকায়	৯০০০/-	৪৫০০/-	১২০০/-	১০০০/-	৮০০/-	১৬৫০০/-
		অন্যান্য এলাকায়	৯০০০/-	৪০৫০/-	১২০০/-	১০০০/-	৮০০/-	১৬০৫০/-
৬।	**শিক্ষানবিশ: শ্রমিক**	(ক) শিক্ষানবিশিকাল ৩ (তিন) মাস। তবে শর্ত থাকে যে, একজন শ্রমিকের ক্ষেত্রে শিক্ষানবিশিকাল আরও ৩ (তিন) মাস বৃদ্ধি করা যাইবে যদি কোনো কারণে প্রথম ৩ (তিন) মাস শিক্ষানবিশিকালে তাহার কাজের মান নির্ণয় করা সম্ভব না হয়। (খ) শিক্ষানবিশিকালে শিক্ষানবিশ শ্রমিক মাসিক সর্বসাকুল্যে ১০০০০/- (দশ হাজার) টাকা প্রাপ্ত হইবেন। (গ) শিক্ষানবিশিকাল সন্তোষজনকভাবে সমাপ্ত হইবার পর শিক্ষানবিশ শ্রমিক সংশ্লিষ্ট গ্রেডের স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত হইবেন।						
	শিক্ষানবিশ: কর্মচারী	ক) শিক্ষানবিশিকাল ০৬ (ছয়) মাস। (খ) শিক্ষানবিশিকালে শিক্ষানবিশ কর্মচারী মাসিক সর্বসাকুল্যে= ১০০০০/-(দশ হাজার) টাকা মজুরি প্রাপ্ত হইবেন। (গ) শিক্ষানবিশিকাল সমাপ্ত হইবার পর শিক্ষানবিশ কর্মচারী সংশ্লিষ্ট গ্রেডের স্থায়ী কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত হইবেন।						

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd